মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি

সামিট ও ফ্রেন্ডশিপ গাইবান্ধায় সৌর বিদ্যুৎ গ্রাম গড়ে তুলবে

ফটো ক্যাপশন *:* সামিট কর্পোরেশন এবং ফ্রেন্ডশিপ গাইবান্ধার প্রত্যন্ত কাবিলপুর চরে ৫৪ কিলোওয়াট সৌর গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ঢাকা) আগস্ট ২৩, ২০২২, মঙ্গলবার: সামিট, দেশের বৃহত্তম উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনকে গুরুত্ব দিয়ে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)-এর অংশ হিসেবে গাইবান্ধার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে 'ফ্রেন্ডশিপ-সামিট সোলার ভিলেজ প্রকল্প' উন্নয়নের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন এই প্রকল্পটি চালু হবে, এই সৌর বিদ্যুৎ গ্রিড ৫৪ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে। প্রত্যন্ত কাবিলপুর চরের ২০৫টি অতি-দরিদ্র পরিবার, ২৬টি দোকান সম্বলিত স্থানীয় বাজার, চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাদ্রাসা এবং ফ্রেন্ডশিপ লিগাল ইনফরমেশন বুথ বিদ্যুৎ সেবা পাবে, যেসব এখন গ্রিড-বহির্ভূত। সামিট প্রায় দেড় কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে ফ্রেন্ডশিপকে ২০২৬ সাল অবদি কাবিলপুর চরে ৬১ ডেসিমাল জমির ইজারা, সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনা, অনুষাঙ্গিক সরবরাহ ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্যে।

লতিফ খান, সামিট গ্রুপ অব কোম্পানিজের ভাইস-চেয়ারম্যান মন্তব্য করেন, "সামিটে আমরা কৌশলগতভাবে গ্রীন এনার্জীর দিকে নজর দিচ্ছি। সিএসআর -এর অংশ হিসাবে আমরা ফ্রেন্ডশিপের সাথে এই সৌর গ্রামটি নির্মাণ করছি। এর সাথে, আমরা বাংলাদেশে ইউটিলিটি-স্কেলে সৌর ও বায়ু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যকারিতা নিয়ে অধ্যয়ন করছি।"

রুনা খান, ফ্রেন্ডশিপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক বলেন, “যমুনার খরস্রোতা রূপ দেখেছে, এমন সবাই বুঝবে কেন এখানে জাতীয় গ্রীডের বিদ্যুত সরবরাহ সম্ভব নয়। তাই বিকল্প হিসেবে সৌর বিদ্যুৎ স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনমান উন্নয়ন এবং শিশুদের শিক্ষায় নতুন দুয়ার উন্মোচন করবে।” তিনি আরো বলেন, সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি কেরোসিনের কুপি থেকে আগুন লাগার দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আজিজা আজিজ খান এসিএ, সামিট গ্রুপের পরিচালক ও সিএসআর কমিটির সদস্য, সামিট কর্পোরেশনের পরিচালক আজহারুল হক এফসিএ, সামিট গাজীপুর-২ পাওয়ার এবং সামিট এইস অ্যালায়েন্স পাওয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, রাহাদ হোসেন, জিএম (ফিন্যান্স) এবং সামিট করপোরেশন কর্পোরেশনের সিনিয়র জিএম কর্নেল জাওয়াদ-উল ইসলাম (অব.) এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

ফ্রেন্ডশিপ সম্পর্কে: যেখানে জীবন-জীবিকা হুমকিতে, সেসব প্রান্তিক এলাকার জনগোষ্ঠিকে স্বাবলম্বী করা এবং স্থানীয় জনগনের ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করছে উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ‘ফ্রেন্ডশিপ’। ২০০২ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষকে সহযোগিতা করে আসছে সংস্থাটি। দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকার পাশাপাশি যেখানকার বাসিন্দারা জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার এমন জনগোষ্ঠিকে স্বাবলম্বী করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সংস্থাটি। এক্ষেত্রে সফলতার মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ফ্রেন্ডশিপ। সংস্থার আছে ৩ হাজারের বেশি কর্মচারী, যাদের ৫০ ভাগ স্থানীয় বাসিন্দা। ফ্রেন্ডশিপের আছে আন্তর্জাতিক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ও দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে মানুষের আশা ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সমান সুযোগ থাকে। বিস্তারিত জানতে: www.friendship.ngo

সামিটের সিএসআর কার্যক্রম: সামিট বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠান এবং আমরা আমাদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) কার্যক্রমের মাধ্যমে যে সকল এলাকায় ব্যবসা পরিচালনা করি সেখানকার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি, খেলাধুলা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সেবার সুবিধা উন্নত করার সমর্থন করার লক্ষ্যে আমাদের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সঙ্গে দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব আছে। সামিটের একটি সিএসআর কমিটি আছে যাতে কোম্পানির জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের উপস্থিতি আছে এবং ইতিপূর্বে সামিট সিএসআর কার্যক্রমের জন্যে পুরস্কৃত হয়েছে।
বিস্তারিত জানতে: www.summitpowerinternational.com

মোহসেনা হাসান, সামিট কর্পোরেশন, ইমেইল- mohsena.hassan@summit-centre.com, মুঠোফোন- +8801713081905

তানজিনা শারমিন, ফ্রেন্ডশিপ, ইমেইল- tanjinasharmin@friendship.ngo, মুঠোফোন- +88 01711965071